তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়: (ক) সমাজসেবা অধিদফতর ২০১১-১২
সমাজসেবা অধিদফতরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ভূমিকা:

সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম জাতি গঠনমূলক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণ এ অধিদফতরের মূল লক্ষ্য। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী মানুষ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের ভিতরে এতিম, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ রোগী, কিশোর অপরাধী, সামাজিক প্রতিবন্ধী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন, বেকার এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তি রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর এ বিপুল জনগোষ্ঠীর সেবা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর সীমিত সম্পদের আলোকে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

১৯৬১ সালে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শিক্ষা বিভাগ হতে হস্তান্তরিত দুটি ভবঘুরে কেন্দ্র সমন্বয়ে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজকল্যাণ পরিদফতর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে সমাজকল্যাণ পরিদফতরের কর্মসূচির পরিধি সমাজকল্যাণের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন চিকিৎসা সমাজকর্ম, প্রবেশন সার্ভিস, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কার্যক্রমে বিস্তৃত করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে এ পরিদফতরকে সমাজকল্যাণ অধিদফতর নামে একটি স্হায়ী দফতরে উন্নীত করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ দফতরকে সমাজসেবা অধিদফতরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতর ৪৫টি অধিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে অফিস অটোমেশন, ডিজিটাল ভাতা ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, জাতীয় কেন্দ্রীয় ওয়েবপোর্টাল এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবপোর্টাল তৈরি, ডিপার্টমেন্টাল ব্লগ চালু অন্যতম। এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

সাংগঠনিক কাঠামো:

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলায় ও তেজগাঁও সার্কেলসহ দেশের সকল উপজেলায় এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজসেবা অধিদফতরের নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৩ জন পরিচালক, ০৫ জন অতিরিক্ত পরিচালক, ৮৭ জন উপপরিচালক, ১১৮ জন সহকারী পরিচালকসহ সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচীতে রাজস্ব ও অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ১০৫৬ টি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার ২৪২ টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার ৫৯১৭ টি তৃতীয় শ্রেণীর মাঠকর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীর এবং ৪০৬০ টি চতুর্থ শ্রেণীর পদসহ মোট ১১২৭৫ টি পদ রয়েছে এবং এসব পদে নিয়োগকৃত জনবল অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচি পরিচালনায় কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন পদের বিভাজন দেওয়া হলো:

সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল পরিস্থিতি

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ			বিদ্যমান জনবল			শূন্য পদ			মন্তব্য
	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৯৩৭	১১৯	১০৫৬	৬২৬	১৩৬	৭৬২	৩৪৫	১৯	৩৬৪	
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৬৬	৭৬	২৪২	৩৬	৭৭	১১৩	১১৮	১২	১৩০	
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	৫৪৪৬	৪৭১	৫৯১৭	৪৫৪৬	৫৮৫	৫১৩১	৭৯৮	১১১	৯০৯	
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৫০২	১৫৫৮	৪০৬০	১৫১৩	১৮২৬	৩৩৩৯	৬২৭	১৩৯	৭৬৬	
মোট	৯০৫১	২২২৪	১১২৭৫	৬৭২১	২৬২৪	৯৩৪৫	১৮৯৮	২৭১	২১৬৯	

সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ-

(ক) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা অর্জনসহ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

(খ) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

(গ) দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, ভবঘুরে, অপরাধপ্রবণ শিশু, প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠির তথা হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করে সমাজ উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

(ঙ) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(চ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অর্থাৎ বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ছ) এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(জ) সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে অবদান রাখার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধনপূর্বক তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং সংস্থাসমূহকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

অধিদফতরের বাজেট

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাজসেবা অধিদফতরের মূল রাজস্ব বাজেটে ২২৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সংশোধিত বাজেটে যা ২২৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। উন্নয়ন খাতে এডিপিতে বরাদ্দ ২২৬৩৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি খাতে দেশীয় মূদ্রায় ২০০৪৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২৫৮৫.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থে ২৩ টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরিশিষ্ট ক'তে দেয়া হলো।

সমাজসেবা অধিদফতরের অধিশাখা ভিত্তিক ২০১১-২০১২ সালের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সমাজসেবা কার্যক্রমকে তিনটি অধিশাখার মাধ্যমে পরিচালিত করা হচ্ছে। যেমন ঃ

(ক) প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা।

(খ) কার্যক্রম অধিশাখা।

(গ) প্রতিষ্ঠান অধিশাখা।

নিম্নে তিনটি অধিশাখার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা

এ অধিশাখা সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত। অধিদফতরের কার্যক্রম অধিশাখা এবং প্রতিষ্ঠান অধিশাখার কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সমাজসেবা অধিদফতরের (সদর কার্যালয়) পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ এর আওতায় পরিচালিত দায়িত্বসমূহ-

(ক) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুর এবং বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ।

(খ) অধিদফতরের সকল প্রকার গোপনীয় রেকর্ডপত্র, দলিল, নথি ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(গ) সমাজসেবা অধিদফতরের সকল শাখার সাথে সমন্বয় সাধন এবং মাসিক সমন্বয় সভা আহবান, কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) অধিদফতরের যানবায়ন ক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঙ) অধিদফতরের রাজস্ব খাতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ও মালামাল দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন শাখায় বিতরণ।

(চ) সদর দফতর হতে অধীনস্থ সকল কার্যালয়ে চিঠিপত্র প্রেরণ এবং সেখান থেকে আগত চিঠিপত্রাদি বিভিন্ন শাখায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ।

(ছ) জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী/আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা।

(জ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ঝ) গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জন-সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ঞ) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ।

(ট) প্রটোকল সার্ভিস প্রদান করা।

উপরোক্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী ছাড়াও সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্বাবলী এ অধিশাখা হতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন:

(১) আর্থিক বৎসরে অনুন্নয়ন খাতের সংশোধিত বাজেট, মধ্যমেয়াদী বাজেট এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন।

(২) বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহে বিতরণ।

(৩) বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের হিসাব সংরক্ষণ।

(৪) সরকারি অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা।

(৫) সরকারি আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আদেশের আলোকে অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব বিবেচনাকরণ।

(৬) সরকারি আর্থিক বিধির আলোকে বকেয়া দাবী পরিশোধ পরীক্ষাকরণ।

(৭) অধীনস্থ অফিসসমূহের নিরীক্ষা কাজ সমাপ্তকরণ ও নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

(৮) অধিদফতরের সকল সরকারী হিসাবে জমাকৃত অর্থ নিরীক্ষাকরণ।

(৯) পেনশন সংক্রান্ত সকল পত্রাদি পরীক্ষা করে চূড়ান্তকরণ।

(১০) সরকারী নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী সকল অগ্রিম মঞ্জুরীর প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ ও যথানিয়মে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১১) অধিদফতরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিল পাশকরণ এবং বকেয়া দাবীর যথাযথ যাচাইপূর্বক নিরীক্ষণ ও পাশকরণ।

(১২) অর্থ বৎসর সমাপ্তকালে অব্যয়িত অর্থ সমর্পনকরণ এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন।

প্রশাসন ও অর্থ শাখা কর্তৃক ২০১১-২০১২ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো

নিয়োগ সংক্রান্ত

কর্মকর্তা (১ম ও ২য় শ্রেণী)

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- ৪১.০৩৫.২০০.০০.০০.০২০.২০১০.৭৬৮ তাং-০৪ জুলাই, ২০১১, প্রজ্ঞাপন নং-৪১.০৩৫.২০০.০০.০০.০২০.২০১০.৭৬৯ তাং-০৪ জুলাই,২০১১ ও প্রজ্ঞাপন নং- ৪১.০৩৫. ২০০. ০০. ০০. ০২০.২০১০.৭৭০ তাং-০৪ জুলাই, ২০১১ মোতাবেক ৩৫ জনকে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (১ম শ্রেণী) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ০৬ টি বিভাগে ৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২৭১ টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজন।
- ৩য় শ্রেণীর- ৪৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১৬ জন কর্মচারিকে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮৫ টি ৩য় শ্রেণীর ও ৯৮ টি ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োজিত কর্মচারির চাকুরি স্থায়ী/নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।

পদোন্নতি সংক্রান্ত

১ জন অতিরিক্ত পরিচালককে পরিচালক পদে, ৩ জন উপ-পরিচালককে অতিরিক্ত পরিচালক পদে পদোন্নতি এবং ১৯ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

এলপিআর/অবসর সংক্রান্ত :

- কর্মকর্তা (১ম/২য় শ্রেণী) - ৩৮ জন।
- কর্মচারী (৩য়/৪র্থ শ্রেণী) - ৩৫৮ জন।

বর্ণিত বছরে অধিফতরের অন্যান্য অর্জনসমূহ :

(ক) অধিদফতর হতে ২৫,১৪৮ টি পত্র প্রেরণ এবং ২১,০২৫ টি পত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে মৃত্যুজনিত কারণে ১৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন কেস নিস্পত্তি করা হয়েছে। তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৭ জন এবং কর্মচারী ১১।

(গ) আলোচ্য বছরে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার ২০ টি অডিট আপত্তি পাওয়া গিয়েছে। আলোচ্য বছরে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ৪৮৮ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে। জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ৩২ টি দ্বিপক্ষীয় ও ৪ টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিট আপত্তি দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(ঘ) আলোচ্য বছরে প্রকাশনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা হতে ০৩টি মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রুসিয়ার ও পোষ্টার মুদ্রণপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ) ২৯১১-২০১২ অর্থ বৎসরে ১৬ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ০৩ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা, ২৫ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারি ও ৭ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ০৩ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ০১ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা, ২৭ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারি ও ১২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।

কার্যক্রম অধিশাখা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম/কর্মসূচীসমূহ

- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম।
- জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার (আরএমসি) কার্যক্রম।
- শহর সমাজসেবা (ইউসিডি) কার্যক্রম।
- বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম।
- বিধবা ভাতা কার্যক্রম।
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।
- মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কার্যক্রম।
- এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম।
- দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম।
- প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস।
- হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।
- হিজড়া পুনর্বাসন কর্মসূচি।
- বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।
- প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি।
- ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন কর্মসূচি।

২০১১-২০১২ সালের কার্যক্রম অধিশাখা কর্তৃ পরিচালিত কর্মসূচি

(ক) পল্লী সমাজসেবা(RSS) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত হয়ে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে দেশের তৎকালীন ৪০ টি থানায় এ কার্যক্রম সর্বপ্রথম চালু করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচীর ২য় পর্ব ১৯৮০-৮৭, ৩য় পর্ব ৮৭-৯২, ৪র্থ পর্ব ৯২-৯৫, ৫ম পর্ব ৯৫-২০০২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। রাজস্ব বাজেটে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম পর্ব-৬ প্রকল্পটি জুলাই,২০০৪ থেকে জুন,২০০৭ পর্যন্ত দেশের ৪৭৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশব্যাপী ৪৮৫টি উপজেলায় এ কর্মসূচী সফল ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চিত্র: ৯ পল্লী সমমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত নারীদের আত্মকর্মসংস্থান।

কার্য এলাকা ও বাস্তবায়ন কৌশল: সম্প্রসারিত পল্লী সমাজ কর্ম পর্ব-১ হতে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত (১৯৭৪ থেকে ২০০৭) দেশের ৪৭৭ টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) কর্তৃক ইউনিয়ন ও প্রকল্প গ্রাম নির্বাচন করা হয়। উপজেলা প্রশাসনিক প্রধানকে সভাপতি ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোট ১০ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটি উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ে উক্ত কমিটি কর্তৃক গ্রাম নির্বাচন করার পর গ্রামে বেইস লাইন জরিপের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে পরিবারগুলোকে ক, খ ও গ এই ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাথাপিছু গড় আয় (দরিদ্রতম) ক শ্রেণী, ৫০,০০১ হতে ৬০,০০০ পর্যন্ত খ শ্রেণী, ৬০,০০১ বা তদুর্ধ (দরিদ্রসীমার উর্ধ্বে) গ শ্রেণী হিসেবে ধরা হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রতম শ্রেণীকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের শুরুতে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,০০০ হতে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হতো। বর্তমানে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বিবেচ্য বছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা (তৃতীয় সংস্করণ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	৩৩২৫.০০ লক্ষ টাকা	৬৬,৭২০ জন	২৮৯২.৭২ লক্ষ টাকা	৮৭%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৩১৬০ জন	৭৬৫২৫ জন	৮৪,৬০০ জন	১,৬৯,২০০ জন	৫৬,২৫২ টি

(খ) পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রম

১৯৭৫ সনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার শীর্ষক প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়। পল্লী এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যারোধ এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলেও নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচীর ভূমিকা অতীব ফলপ্রসূ। প্রকল্পটির ৪ টি পর্ব বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হলেও ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব ২টি জিওবি অর্থে পরিচালিত হয়েছে।

কার্য এলাকা: দেশের ৬৪ টি জেলার ৩১৮ টি উপজেলার ৩১০৫টি ইউনিয়নের ১২,৯৫৬টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০০৪ সালে সমাপ্ত হলেও বর্তমানে বিদ্যমান জনবল দ্বারা মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চিত্র: ১০ পল্লীমাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত নারীদের আত্মকর্মসংস্থান।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: বিগত ৩৭ বছরে (১৯৭৫ হতে ২০১১) ১২,৬৭,৫১৬ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯,৫১,৮৩৬ জন মহিলাকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ হিসাবে ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত আকারে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৩১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। যার মাধ্যমে ৮৫,০৩২ টি পরিবার ঋণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৮%।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৫০.০০ লক্ষ টাকা	১২,৬৪০ জন	১৩২.৭৪ লক্ষ টাকা	৮৮%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৩৯০০ জন	৮৫০০ জন	৩৫০০ জন	৮৮০০ জন	৯৬৩০ টি

(গ) শহর সমাজসেবা কার্যক্রম:

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতরের একটি আদি কর্মসূচি। শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সংগঠিতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধিকল্পে ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্র: ১১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কার্য এলাকা: বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের (৫০ টি রাজস্ব বাজেটে ও ৩০ টি উন্নয়ন বাজেটে) মাধ্যমে শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে যে বস্তি এলাকায় সব স্বল্প আয়ের লোকজন বসবাস করে তাদের চিহ্নিত ও সংগঠিত করে জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন করে তোলা ও স্বনির্ভরতা অর্থ উপার্জনে সহায়তা করা হচ্ছে। শহর এলাকায় দরিদ্র কম সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: এ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ মোট ৬.৫৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ১,০১০৯২ জন। যার মধ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১,৩২,৭৯১ জন। সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ৯,২৬,৪৩১ টি পরিবার উপকৃত হয়।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৬৪.৩৮ লক্ষ টাকা	৩৬২৫ জন	১.৭২৯২ লক্ষ টাকা	৯১%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
১৬৮০৮ জন	৭০৫১ জন	২১৭৯০ জন	১০১৯০ জন	১৬১৮৫ টি

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তমূলক কার্যক্রম

(ঘ) **বয়স্ক ভাতা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি:** বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যতায় জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে পৃথিবীর অপরাপর কল্যাণকর রাষ্ট্রের ন্যায় সীমিত পরিসরে হলেও আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনযাত্রায় সহায়তা প্রদান ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বার্ধক্যের কারণে যারা দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম ও দুস্থাবস্থায় পতিত হয়ে জীবনের সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করছেন তাদের জন্য ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের এপ্রিল/৯৮ হতে বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে।

চিত্র: ১২ বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৪.৭৫ লক্ষ জন ভাতাভোগী জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৯১ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৮৯০.৯১ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৯৯%।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঙ) **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি ঃ** বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি ১৯৯৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতররের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়। সরকার এ কার্যক্রমের অধিক গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে পুনরায় এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে সমাজসেবা অধিদফতর পূর্বের ন্যায় মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করছে।

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৯.২০ লক্ষ জন ভাতাভোগী জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৩১.২০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৩৩১.০৭ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৯৬%।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

চিত্র: ১৩ বিধবাভাতা কার্যক্রম

(চ) **অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ঃ** বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার সমমর্যাদা প্রদানে বদ্ধ পরিকর। সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। পরবর্তীতে সরকার ভাতার পরিমাণ, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।

চিত্র: ১৪ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীগণের ব্যাংক হতে ভাতা উত্তোলন

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২.৮৬ লক্ষ জন ভাতাভোগী জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ হারে মোট বরাদ্দ ছিল ১০২.৯৬ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১০২.৮৯ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৯৩%।

- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ছ) **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ঃ** সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ যাতে অর্থাভাবে লেখাপড়া থেকে ঝরে না পরে সে জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রবর্তন করেছেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৪১ জন এবং বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি। পরবর্তীতে সরকার এ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভাতার পরিমাণ, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮৬২০ জন ভাতাভোগী জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৮.৮ কোটি টাকা।
- বরদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ১০০%।
- বর্নিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

(জ) **মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ** জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরনীয় অবদানের জন্য সরকার মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ভাতা, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ৯০০ টাকা। এ কার্যক্রমটি মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হলেও মাঠ পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১.৫০ লক্ষ জন ভাতাভোগী জন্য মাথাপিছু মাসিক ২০০০ টাকা হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৬০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৩৫৫.৬১ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৮.৭৮%।
- বর্নিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঞ) **এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম**

ক. কার্যক্রম এলাকায় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা নিরূপন করা।

খ. প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার তালিকা (Priority list) প্রণয়ন করা।

গ. এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

ঘ. এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা ভিত্তিক পেশা অথবা ব্যক্তি যে কাজে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এরূপ যে কোন কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ (Micro-credit) সহায়তা প্রদান।

ঙ. প্রচার মাধ্যমে এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সতর্ক স্থানান্তর ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দগ্ধ স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। সর্বোপরি দগ্ধ হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করা, এসিড নিক্ষেপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানমূলক কাজে আর্থিক ঋণ সহায়তা দিয়ে এ সকল অসহায় লোকদের উন্নয়ন স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ সমগ্র বাংলাদেশে ৪৭৭ টি উপজেলা ও ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ের পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর জন প্রতি ৫,০০০ হতে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ৬ (ছয়) মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৩ সদস্যের ''জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি'' ও জেলা পর্যায়ে প্রতি জেলাতে ১০ সদস্যের ''জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি'' আছে। উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের ''উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি'' এবং মহানগর এলাকার জন্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত ''ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি'' কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

- এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১(এক) কোটি।
- বর্ণিত অর্থ বছরে ৬,০৬৭ পরিবার ঋণ গ্রহনের মাধ্যমে উপকৃত হয়।
- উল্লেখ্য শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১,৪৪,৬১২ টি।

(ট) **প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসঃ**

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস একটি অন্যতম সমাজভিত্তিক অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম। প্রথম অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব পরিবারে ও পরিবেশে রেখে কেস ওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত উপায়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন করার নিমিত্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অপরাধ একটি

সামাজিক ব্যাধি। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে অনেকেই শৈশব থেকে আবার কখনো স্বজ্ঞানে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সভ্য দেশে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হয়ে বরং অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়। বস্তুতঃ পক্ষে অপরাধের দায়ে কোন অপরাধীকে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হয়, কারাগারে থাকাকালীন সময়ে সে অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে মারাত্মক ধরনের অপরাধের অভিজ্ঞতা ও ক্ষতিকর কুশিক্ষা লাভ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ ও আধুনিক চিন্তাবিদগণ অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে একজন অপরাধীর শাস্তি দানের পরিবর্তে গঠনমূলক সংশোধন অর্থাৎ শাস্তির পরিবর্তে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তার নিজ পরিবেশে সমাজে রেখেই চারিত্রিক সংশোধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উত্তম।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. শিশু আইন ২০১৩ এবং দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।

২. যে কোন বয়সের প্রথম অপরাধী ও কিশোর অপরাধীকে নিজের ভুল উপলব্ধি করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ প্রদান।

৩. সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা এবং পরামর্শের মাধ্যমে অপরাধের মূল কারণ নির্ণয় করে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

৪. সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে দাগী আসামী চিহ্নিত না করে সমাজে তাকে পুনর্বাসনের সুযোগ দান করা।

৫. অপরাধের কারণে লেখাপড়া, চাকুরীসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করা।

৬. অপরাধী ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের জন্য উপদেশ, পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সৃজনশীল ও কর্ম উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে জাতীয় উন্নয়নের শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা।

কার্যএলাকাঃ বাংলাদেশে প্রবেশন সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে দ্যা প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স সংশোধিত) জারী করা হয়। ১৯৬২ সালে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর ২২ টি জেলা ও বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশলঃ হাইকোর্ট, জেলা ও দায়রা আদালত, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, কারা কর্তৃপক্ষ আইনজীবী প্রত্যেক জেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারের সমন্বয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রবেশন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে যখন দোষী সাব্যস্থ হয় তখন বিচারক রায় স্থগিত রেখে কর্তব্যরত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করে একটি প্রাক-দন্ডাদেশ রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রবেশন অফিসার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরাধীর চরিত্র, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বয়স পরিবার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশোধনের যোগ্য বলে সম্মত হয় তা হলে তিনি প্রবেশনে সুপারিশ করে প্রাক-দন্ডাদেশ রিপোর্ট দাখিল করেন। বিচারক প্রতিবেদন যুক্তিযুক্ত মনে করলে প্রবেশন মঞ্জুর করেন।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৯৯ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৬৬৫ জনকে আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি অন্যতম সেবাভিত্তিক কার্যক্রম। যার মাধ্যমে হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয়। যে সব সমস্যা রোগীর রোগ নিরাময়ে মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সব সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা সমাধানে চিকিৎসক ও রোগীকে সম্ভাব্য সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা দানই এ কার্যক্রমের প্রধান কাজ। এ কারণেই হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন রোগীকে তার শারীরিক, মানসিক তথা সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্ম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মের প্রয়োগ অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে পারে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে।

চিত্র: ১৫ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিদর্শনে মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদফতর

কার্য এলাকা: গরীব, অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের রোগ নিরাময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে সহায়তা প্রদান করে হাসপাতালে সুযোগ-সুবিধা ও সেবা অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য উন্মুক্ত করার প্রয়াসে ৮৯টি হাসপাতালে পরিচালিত চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ৪১৯ টি হাসপাতালের প্রতিটি ইউনিটে ১টি করে ' রোগী কল্যাণ সমিতি ' রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: এ কার্যক্রমের অধীনে গরীব অসহায় দুঃস্থ রোগীদের ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর মাধ্যমে আলোচ্য ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট উপকৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৩১ জন।

(ঠ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সেচ্ছাসেবী সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদফতর স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) মোতাবেক জুন/১২ পর্যন্ত মোট ৬২,৪৫৭ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাজসেবা অধিদফতর হতে ৭৯ টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান।
- নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করণের নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা সমাজসেবা কার্যারয়ে উপপরিচালকদের মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে জরিত থাকায় এ পর্যন্ত ১০,৮০২ টি সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে ।
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বর্তমানে নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরো অধিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ৭/২/১২ তারিখ হতে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- গত ২৬/১১/১১ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে সংস্থার নিবন্ধন ফি ২,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

(ঢ) জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী:

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী মূলতঃ একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অধিদফতর ও মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই একাডেমীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- ১৯৮৪ সালে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১০,৮২১ জন কর্মকর্তাকে একাডেমীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮,৪৯১ জন পুরুষ ও ২,৩৩০ জন মহিলা কর্মকর্তা রয়েছে।
- এ একাডেমির মাধ্যমে ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৮৪ জন কর্মকর্তা ও রিসোর্স শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ২৬৬ জন পুরুষ এবং ১১৮ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভের বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের জন্য ফিল্ড ভিজিট এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চিত্র: ১৬ সমাজসেবা ৩৬ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ণ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ৬ বিভাগে ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মূলতঃ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অধিদফতর ও মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর কার্যক্রম শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১০,৪১৯ জন। যার মধ্যে ৬,৮৬১ জন পুরুষ ও ৩,৫৫৮ জন মহিলা।
- সমাজসেবা অধিদফতর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১১-২০১২ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ২৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৬৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোর্সে ২০৪ জন মহিলা কর্মচারী এবং ৪৭৩ জন পুরুষ কর্মচারী অংশগ্রহণ করে।

সমাজসেবা অধিদফরের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের বিবরণঃ

সমাজসেবা অধিদফতর দেশের এতিম, দুঃস্থ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ভবঘুরে ইত্যাদি সকলের সুষম বিকাশ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উপযুক্ত শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও ভরণপোষণের মাধ্যমে সকলকে সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে সমাজসেবা অধিদফতর বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

১. সরকারি শিশু পরিবারঃ

পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮৫টি সরকারী শিশু পরিবার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

চিত্র: ১৭ সরকারি শিশু পরিবারের মেয়েদের বিজয় দিবসের ডিসপ্লে

অর্থ বছর	পুনর্বাসনের মাধ্যমে			মোট
	বিবাহ	চাকুরি	সামাজিক ও অন্যান্য	
২০১১-২০১২	৫ জন	৫১ জন	৪৯৮ জন	৫০৩ জন

২. ছোটমনি নিবাস (বেবী হোম)

পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদানের জন্য সারাদেশে ৬টি ছোটমনি নিবাস চালু রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৬০০ জন শিশুকে লালন-পালন, নিরাপত্তা ও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি ছোটমনি নিবাস ছিল। গত ৪ বছরে বরিশাল, খুলনা ও সিলেটে নতুন ৩টি ছোটমনি নিবাস চুলা করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে সর্বমোট ৪৫ জন পরিত্যক্ত শিশু উপকৃত হয়েছে।

চিত্র: ১৮ ছোট মনি নিবাসের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৩. দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নেহে পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। ঢাকার আজিমপুরে কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৫০ জন। ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১৯ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ১৯ দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্রের শিশুদের খেলাধুলা কক্ষ

৪. দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

ছর বয়সের দুঃস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় ৩টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। প্রথমোক্ত ২টি ছেলেদের জন্য ও তৃতীয়টি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। এই ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা-৭৫০ (বালক-৪৫০+বালিকা-৩০০) জন। ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ১১৪ জন শিশুকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

চিত্র: ২০ দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশুদের ইলেট্রিক প্রশিক্ষণ ক্লাস

৫. কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

পারিবারিক অশান্তি, কঠোর শাসন অথবা অত্যাধিক স্নেহ, পিতা-মাতার অবহেলা, সঙ্গদোষ, বিবাহ বিচ্ছেদ, গঠনমূলক বিনোদনের অভাব, আধুনিক শিক্ষার অভাব এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের সহজ লভ্যতার কারণে দেশে বিপুল সংখ্যক কিশোর অপরাধীতে পরিণত হয়। পিতামাতার অবাধ্যগত এ সকল সন্তানকে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে প্রথমে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও পরবর্তীতে যশোর জেলার পুলেরহাটে ১টি সহ মোট ২টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

চিত্র: ২১ কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরীদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ

এ সকল প্রতিষ্ঠানে কিশোরদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং বর্তমানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কিশোরীরা বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এ সকল কিশোরীদের সংশোধনের জন্য গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে একটি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১৫০ জন। নিবাসিদের শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পিতামাতার অবাধ্যগত কিশোরীদের সংশোধন করা হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি কিশোর আদালত রয়েছে এবং এ আদালতে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রয়োগ করে কিশোর/কিশোরীদের বিচার কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩টি কেন্দ্রে অভিভাবক কেসে মুক্তির সংখ্যা ৬৬ জন, পুলিশবাদী কেসে মুক্তিপ্রাপ্তির সংখ্যা ১,১৭৩ জন এবং প্রবেশেনে দেয়া হয়েছে ৬ জন কিশোর/কিশোরীকে।

৬. মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম)

থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের পৃথকভাবে আবাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নির্মিত বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি হোমে ৫০ জন হেফাজতীদের নিরাপদে থাকার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রটি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ৭৩৫ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৭. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১৯৭৮ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০(চার হাজার) টাকা হারে পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫ জন। এ প্রতিষ্ঠানের বধিরদের বধিরতা পরীক্ষা করে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধির যন্ত্র দেয়া হয় এবং শ্রবণ যন্ত্র কানে সংযোজনের জন্য কানের মোল্ড তৈরী করা হয়।

চিত্র: ২২ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ শেষে মৈত্রী শিল্প কারখানায় পুনর্বাসন

চিত্র: ২৩ মৈত্রী শিল্প কারখানায় মুক্তা পানি উৎপাদনের করছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ

এ ছাড়া কেন্দ্র সংলগ্ন মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নতমানের প্লাষ্টিক সামগ্রী তৈরী ও বাজারজাত করা হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটার 'মুক্তা' বাজারজাত করা হচ্ছে।

ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রদের ব্রেইল বই উৎপাদন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলা ফকিরহাট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পল্লী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

চিত্র: ২৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রশিক্ষণ

৮. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১৯৬২ সালে বিভাগীয় শহরে ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের আওতায় অন্ধ বিদ্যালয় ও ৪টি মুক-বধির বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে ফরিদপুরে ১টি ও চাঁদপুরে ১টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ১৯৮১ সালে বরিশালে ১টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয় ও সিলেটে ১টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫১০ জন। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫৪৬ জন নিবাসিদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

৯. সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের চাক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের সাথে সমন্বিতভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ জেলা শহরে ৬৪টি সাধারণ স্কুলে সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১০ জন ছাত্র/ছাত্রী এ কার্যক্রমের অধীনে এস.এস.সি পাশ করেছে এবং তারা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এছাড়া ১৫ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

চিত্র: ২৫ সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দাবা খেলছে।

১০. জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

বয়স্ক অন্ধদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০ জন। এ কেন্দ্রে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১২ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। নিবাসিদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্বাসনে সহায়তা করা হয়েছে।

১১. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

এ প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এ কেন্দ্র থেকে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ০ জন শিশু উপকৃত হয়েছে।

১২. সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৬ বিভাগে ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী

মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৭০ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক নিবাসির জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, প্রভৃতি সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিবাসিদের কর্মসংস্থান ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

১৩. সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

দেশের সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ৬ (ছয়) টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রগুলি মূলতঃ ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ এর আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। এই আইনের আওতায় ভবঘুরেদেরকে আটকপূর্বক বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়ে থাকে। আটক অবস্থায় নিবাসীদের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অভিভাবকের নিকট ২৮৮ জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৮ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৪. বেসরকারি এতিমখানা

বেসরকারি এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার দীর্ঘদিন যাবত অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান নীতিমালায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০(দশ) জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট দেয়ার সুযোগ বিদ্যমান। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৩,৩১৯টি বেসরকারি এতিমখানায় ৫২,৫৭২ জন নিবাসিকে অনুদান (ক্যাপিটেশন) গ্রান্ট দেয়া হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য কর্মসূচীর বিবরণ

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানঃ

- ভিক্ষাবৃত্তি একটি অভিশাপ। যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঘুনে ধরা অংশ। ভিক্ষাবৃত্তির এ অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়।

- ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ করে ২০১১ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর জরিপ কাজ পরিচালনা করে জরিপকৃতদের ডাটাবেইজ করা হয়েছে। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ, বরিশাল, জামালপুর এবং ঢাকা জেলার প্রত্যেকটিতে ৫০০ জন করে মোট ২০০০ ভিক্ষুকের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিকট ভবিষ্যতে সমাজ হতে দূরীভূত করা সম্ভব হবে।

'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' পাইলট কর্মসূচি

- বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র অধিকার সুরক্ষা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার

নিমিত্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান, ছবিসহ তথ্য সম্বলিত data bas প্রস্তুত, লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর ২০১১-২০১২ অর্থবছরে **'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ'** পাইলট কর্মসূচি'র আওতায় ৭ বিভাগের ৮টি জেলার অন্তর্গত ৮টি উপজেলার ১০১ টি ইউনিয়ন ও ৮টি পৌরসভায় এ জরিপ কাজ বাস্তবায়ন শুরু করে।

- পরবর্তীতে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি'র সিদ্ধান্তের আলোকে গোপালগঞ্জ জেলা'র অবশিষ্ট ৪ টি উপজেলাকে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- 'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত ৮ টি উপজেলা যথাক্রমে গোপালগঞ্জ সদর, জামালপুর সদর, কুমিল্লার বরুড়া, রাজশাহীর পবা, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ, বরিশাল সদর, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ও দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলা জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে গোপালগঞ্জ জেলা'র অবশিষ্ট ৪ টি উপজেলায় তথ্য সংগ্রহপূর্বক উক্ত ৪ টি উপজেলায় ডাটা এন্ট্রির কাজ করা হয়।

- পাইলট কর্মসূচি'র পরিবীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচি চলমান রয়েছে। সণাক্তকরণ কার্যক্রম সমাপ্ত হলে সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধিতা'র ধরন ও মাত্রা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম:

ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ৬টি ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণ পোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ভবঘুরে ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮২২ জনকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

- কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত **"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১"** প্রণয়ন করা হয়েছে।

সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি): সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি) সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে চা শ্রমিকদের পুনর্বাসন, খাদ্য সামগ্রী সহায়তা, লিল্লাহ বোডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ডিসেম্বর/২০১১ থেকে জুন/২০১৩ মেয়াদে **সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি)** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬০০ জন ক্যান্সার রোগীদের মাঝে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে মোট ৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১০০০০ জন চা শ্রমিকদের মাঝে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০০ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৫০০০ জন লিল্লাহ বোডিং ছাত্রদের মাঝে ১০০০ টাকা হারে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৫০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের জন্য ১০০০ টাকা হারে মোট ১৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮৭টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্তে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ১ শত ৭২ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেকার চা শ্রমিকদের খাদ্য সামগ্রী সহায়তা করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা হচ্ছে। লিল্লাহ বোডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসছে। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করায় জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ হিজড়াদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাসহ তাদের বাস-ট্রেন ভ্রমনকার্ড, হেলথকার্ড প্রদান করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে জনগেষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগেষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত **"বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন"** শীর্ষক কর্মসূচি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাসহ তাদের বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বাস-ট্রেন ভ্রমনকার্ড, হেলথকার্ড প্রদান করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

তৃতীয় অধ্যায়: (খ) সমাজসেবা অধিদফতর ২০১২-১৩

বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প: ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সমাজসেবা অধিদফতরের মূল রাজস্ব বাজেটে ২২৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সংশোধিত বাজেটে যা ২২৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২০ টি প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরিশিষ্ট ক'তে দেয়া হলো।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনযোগে পর্যায়ক্রমে ৫৭ জন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (১ম শ্রেণী) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণীর সমাজসেবা অফিসার/সমমানের ২১৩ টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চলমান।
- রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত ৮ টি উন্নয়ন প্রকল্পের **২৭৫** টি পদ অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এবং এসআরও জারির বিষয়টি চলমান রয়েছে।
- ৫ টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৭৯৮ টি পদসহ জনবল অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদন্তাধীন রয়েছে।
- এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬ বিভাগে ৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ১৫৮ টি পদ অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- ময়মনসিংহ জেলাধীন তারাকান্দা নামক একটি নতুন উপজেলা সেটআপে উপজেলা সমাজসেবা অফিস উপজেলা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- 'সমাজসেবা অধিদফতর (গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩' প্রণীত হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রতি বছর ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৪র্থ শ্রেণীর **৩৩৫** জন কর্মচারিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৬৭৮ জন ৩য় শ্রেণীর ও ৬৬৭ জন ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োজিত কর্মচারির চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি এবং ই-সেবা কার্যক্রমঃ

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে সেবাকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া ই-সেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দ্রুত বাস্তবায়নে এবং ই-নেতৃত্ব বিকাশে সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) এর সাথে একযোগে কাজ করতে সমাজসেবা অধিদফতর সবসময় বদ্ধপরিকর।

আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহিত আইসিটি বিষয়ক পদক্ষেপ:

- সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করাসহ সকল কার্যালয়ে অধিদফতরের নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল এড্রেস প্রদান করা হয়েছে ।
- অফিস অটোমেশনের এর নিমিত্ত সকল অফিসে ডিজিটাল নথি নম্বর চালু করা হয়েছে এবং বাংলা ইউনিকোডের প্রচলন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- এটুআই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশানাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের এবং জেলা ও উপজেলার মধ্যে কানেক্টিভিটিসহ ওয়েবসাইট চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে উদ্বুদ্ধ সমস্যা নিরসনে এবং কার্যক্রমের ওপর পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় সমাজসেবা ব্লগ ব্যবহার করা হচ্ছে।
- যশোর জেলাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যালয়ে ই-সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দুস্থ শিশুদের মনিটরিং এর জন্য সিএমএস সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- স্কার প্রকল্পের আওতায় অধিদফতরের সামগ্রিক কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য একটি সমন্বিত এমআইএস সিস্টেম তৈরির কাজ চলছে।
- আরো উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা ভবন ৭ তলা হতে সম্প্রসারণ করে ১০ তলার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে পুনর্বাসনের নিমিত্তে ৬ বিভাগে ৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (দাউদকান্দি (কুমিল্লা), শিবচর (মাদারীপুর), পটুয়াখালী, আশাশুনি (সাতক্ষীরা), মৌলভীবাজার ও শিবগঞ্জ (বগুড়া)) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন ২০১৩ মেয়াদে সমাপ্তি পথে রয়েছে।

অডিট কার্যক্রম:

আলোচ্য বছরে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার ২০ টি অডিট আপত্তি পাওয়া গিয়েছে। আলোচ্য বছরে ৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার ৪১৪ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ড় ৫ টি দ্বিপক্ষীয় ও ২ টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বিভাগীয় মামলা

২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ১১ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ০২ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা, ১৭ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারি ও ০৭ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ০৭ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ০৩ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা, ২২ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারি ও ০৭ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিসমূহ

কার্যক্রম অধিশাখাকে সমাজসেবা অধিদফতরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিশাখা। এ অধিশাখার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, চিকিৎসা সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা কার্যক্রম এবং সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী তথা হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ অধিশাখা হতে কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তদারকি মূল্যায়ন, উদ্বুদ্ধ সমস্যা নিরসনে বাস্তবমুখী দিক নির্দেশনা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। অধিশাখার কার্যক্রম পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো:

চিত্র: ২৬ জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী

পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত হয়ে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল-ী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) পরিচালিত হচ্ছে।

- ১৯৭৪ সালে দেশের তৎকালীন ১৯ টি থানায় পাইলট হিসেবে এ কার্যক্রম সর্বপ্রথম চালু করা হয়। কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে এ কার্যক্রম আরো ১৯টি থানায় সম্প্রসারণ করা হয়।
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচীর ২য় পর্ব ১৯৮০-৮৭, ৩য় পর্ব ৮৭-৯২, ৪র্থ পর্ব ৯২-৯৫, ৫ম পর্ব ৯৫-২০০২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়।
- রাজস্ব বাজেটে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম পর্ব-৬ প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৪ থেকে জুন,২০০৭ পর্যন্ত দেশের ৪৭৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বর্তমানে দেশব্যাপী সকল উপজেলায় এ কর্মসূচী সফল ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কার্য এলাকা ও বাস্তবায়ন কৌশল: সম্প্রসারিত পল্লী সমাজ কর্ম পর্ব-১ হতে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত (১৯৭৪ থেকে ২০০৭) দেশের ৪৭৭ টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। উপজেলা পর্যায়ে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) কর্তৃক ইউনিয়ন ও প্রকল্প গ্রাম নির্বাচন করা হয়। উপজেলা প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোট ১৬ সদস্যবিশিষ্ট পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (ইউপিআইসি) কমিটি এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- উপজেলা পর্যায়ে উক্ত কমিটি কর্তৃক গ্রাম নির্বাচন করার পর গ্রামে বেইস লাইন জরিপের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে পরিবারগুলোকে ক, খ ও গ এই ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাথাপিছু গড় আয় (দরিদ্রতম) ক শ্রেণী, ৫০,০০১ হতে ৬০,০০০ পর্যন্ত খ শ্রেণী, ৬০,০০১ বা তদুর্ধ (দরিদ্রসীমার উর্ধ্বে) গ শ্রেণী হিসেবে ধরা হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রতম শ্রেণীকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।
- ভৌগলিক অবস্থান ও লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সংখ্যার দিক বিবেচনায় প্রতিটি কার্যক্রমভুক্ত গ্রামে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত পরিবার হতে প্রতিনিধি নিয়ে কমপক্ষে ১(এক)টি মহিলা দলসহ সর্বোচ্চ ১০(দশ)টি কর্মদল গঠন করা হয়। প্রতিটি কর্মদল ১০ হতে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।
- কর্মদল যাতে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে সক্রিয় হয় তার জন্য তাদের ২০টি কার্য সম্পাদন করতে হয়। যেমন: মাসিক সঞ্চয় প্রদান, নিয়মিত সভায় অংশ গ্রহণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান, ছোট পরিবার গঠন, টিকা দান, সকল শিশুকে স্কুলে গমন নিশ্চিতকরণ, স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ, আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার, বাল্য বিবাহরোধ, এতিম-প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হওয়া ও অন্যান্য।

- ইউপিআইসি কমিটির অনুমোদনক্রমে একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বাধিক ৩ বার ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক মানদন্ডে শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয়টি পুন:জরিপ করে মূল্যায়নপূর্বক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।
- পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের শুরুতে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,০০০ হতে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হতো। বর্তমানে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- উল্লেখ্য সময়ের প্রয়োজনে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম(RSS) বাস্তবায়ন নীতিমালা (তৃতীয় সংস্করণ) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে আলোকে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪,৩৩২ জনকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ ৫২৯৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৮০,৩২০ টি পরিবার ঋণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৬% । ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	৫২৯৭.০০ লক্ষ টাকা	৮০,৩২০ জন	৪৫৫৫.৪২ লক্ষ টাকা	৮৬%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৪,৩৫২ জন	৯৬,৫৩৮ জন	৯২,৩২০ জন	১,৮৬,৪২৫ জন	৭২,৪২৫ টি

পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রম:

১৯৭৫ সনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার শীর্ষক প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়। পল্লী এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যারোধ এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলেও নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচীর ভূমিকা অতীব ফলপ্রসূ। প্রকল্পটির ৪ টি পর্ব বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হলেও ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব ২টি জিওবি অর্থে পরিচালিত হয়েছে।

কার্য এলাকা: দেশের ৬৪ টি জেলার ৩১৮ টি উপজেলার ৩১০৫টি ইউনিয়নের ১২,৯৫৬টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০০৪ সালে সমাপ্ত হলেও বর্তমানে বিদ্যমান জনবল দ্বারা মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: বিগত ৩৮ বছরে (১৯৭৫ হতে জুন/২০১৩) ১২,৬৭,৫১৬ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯,৫১,৮৩৬ জন মহিলাকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ হিসাবে ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত আকারে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৩২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। যার মাধ্যমে ৮,৫৮,৩৭২ টি পরিবার ঋণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৮%। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	৯১.৩২ লক্ষ টাকা	৮,৩৪০ জন	৮০.৯০ লক্ষ টাকা	৮৮.৫%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৪,৮৯০ জন	৬,৭০০ জন	৫,৬২০ জন	৯,১৮০ জন	১০,৩৮০ টি

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম:

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতরের একটি আদি কর্মসূচি। শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সংগঠিতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধিকল্পে ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ পরিচালিত হচ্ছে।

কার্য এলাকা:

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের (৫০ টি রাজস্ব বাজেটে ও ৩০ টি উন্নয়ন বাজেটে) মাধ্যমে শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে যে বস্তি এলাকায় সব স্বল্প আয়ের লোকজন বসবাস করে তাদের চিহ্নিত ও সংগঠিত করে জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন করে তোলা ও স্বনির্ভরতা অর্থ উপার্জনে সহায়তা করা হচ্ছে। শহর এলাকায় দরিদ্র কম সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

এ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ মোট ৬.৫৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,০৯,৯৪০ জন। যার মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১,৪০,৩১০ জন। সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ১৪,২৫,২৫০ টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৭০.০০ লক্ষ টাকা	৩৪০০ জন	১৭৫২০ লক্ষ টাকা	৯১%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
১৫,৯৮৯ জন	৬৯০০ জন	২২,০৫০ জন	৮,৬১৩ জন	২০৮৭০ টি

এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম:

এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মস্থানের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা ভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজে পুজি সরবরাহ, সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ও তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা ও উপার্জনমূখী কাজ, সহায়ক উপকরণ সরবরাহ এবং প্রয়োজনে অনুদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কার্যক্রম এলাকায় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা নিরূপন করা।
- প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার তালিকা (Priority list) প্রণয়ন করা।
- এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা।
- এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা ভিত্তিক পেশা অথবা ব্যক্তি যে কাজে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এরূপ যে কোন কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ (Micro-credit) সহায়তা প্রদান।
- প্রচার মাধ্যমে এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সতর্ক স্থানান্তর ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দগ্ধ স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা।

সর্বোপরি দগ্ধ হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করা, এসিড নিক্ষেপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানমূলক কাজে আর্থিক ঋণ সহায়তা দিয়ে এ সকল অসহায় লোকদের উন্নয়ন স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

সমগ্র বাংলাদেশে ৪৮২ টি উপজেলা ও ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর জন প্রতি ৫,০০০ হতে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ৬ (ছয়) মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৮ সদস্যের ''জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি'' ও জেলা পর্যায়ে প্রতি জেলাতে ১৩ সদস্যের 'জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি' আছে। উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের ''উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি'' এবং মহানগর এলাকার জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট ''ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি'' কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

- এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১(এক) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৯৯.৪৪ লক্ষ টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিতরণের হার ছিল ১০০%।
- কার্যক্রমের আওতায় বর্ণিত অর্থ বছরে ৬,০৬৭ পরিবার ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়।
- উল্লেখ্য শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১,৪৪,৯৯৮ টি।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম:

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদফতরের রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। এ সকল ভাতা কার্যক্রমের মাধ্যমে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানসহ তাদের সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ দেখানো হচ্ছে। এ সকল ভাতা কার্যক্রমের ২০১২-১৩ অর্থওবছরের সাফল্য পর্যায়ক্রমে নীচে পেশ করা হলো:

বয়স্ক ভাতা প্রদান কর্মসূচি:

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২৪.৭৫ লক্ষ জন ভাতাভোগীর জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৯১ কোটি টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৮৮৯.৯১ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৮৮%। বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ভাতার অর্থ বিতরণ চলবে।

- বর্নিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিআইডিএস কর্তৃক বয়স্কভাতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ভাতা কার্যক্রমের নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচিঃ

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৯.২০ লক্ষ জন ভাতাভোগী জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৩১.২০ কোটি টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৩২৪.১২ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৭.৮৬%। বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ভাতার অর্থ বিতরণ চলবে।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাঃ

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২.৮৬ লক্ষ জন ভাতাভোগী জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ হারে মোট বরাদ্দ ছিল ১০২.৯৬ কোটি টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১০০.৬৪ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৭.৭৪%। বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ভাতার অর্থ বিতরণ চলবে।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগী মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি এবং মাসিক মাথাপিছু ভাতার হার ৩০০ টাকা হতে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি:

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৮৬২০ জন ভাতাভোগী জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৮.৮ কোটি টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৮.৭১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৮.৯৮%। বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ভাতার অর্থ বিতরণ চলবে।
- উপবৃত্তি প্রদানে অধিকতর স্বচ্ছতা বজায় রাধার নিমিত্ত উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উপবৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি অন্যতম সেবাভিত্তিক কার্যক্রম। যার মাধ্যমে হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয়। যে সব সমস্যা রোগীর রোগ নিরাময়ে মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সব সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা সমাধানে চিকিৎসক ও রোগীকে সম্ভাব্য সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা দানই এ কার্যক্রমের প্রধান কাজ।

চিত্র-২৭: রানা প্লাজা ধ্বংশে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী , সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মিডিয়া স্বাক্ষতকার

এ কারণেই হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন রোগীকে তার শারীরিক, মানসিক তথা সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্ম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মের প্রয়োগ অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে পারে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে।

কার্য এলাকা: গরীব, অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের রোগ নিরাময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে সহায়তা প্রদান করে হাসপাতালে সুযোগ-সুবিধা ও সেবা অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য উন্মুক্ত করার প্রয়াসে ৮৯টি হাসপাতালে পরিচালিত চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে প্রতিটি ইউনিটে ১টি করে ' রোগী কল্যাণ সমিতি ' গঠনও নিবন্ধন প্রদান করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: এ কার্যক্রমের অধীনে গরীব অসহায় দুঃস্থ রোগীদের ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর মাধ্যমে আলোচ্য ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট উপকৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৯ জন।

প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস :

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস একটি অন্যতম সমাজভিত্তিক অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম। প্রথম অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব পরিবারে ও পরিবেশে রেখে কেস ওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত উপায়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন করার নিমিত্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে অনেকেই শৈশব থেকে আবার কখনো স্বজ্ঞানে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সভ্য দেশে অপরাধীদের বিচার ও শাস্ড়ি প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হয়ে বরং অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়। বস্তুতঃ পক্ষে অপরাধের দায়ে কোন অপরাধীকে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হয়, কারাগারে থাকাকালীন সময়ে সে অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে মারাত্মক ধরনের অপরাধের অভিজ্ঞতা ও ক্ষতিকর কুশিক্ষা লাভ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ ও আধুনিক চিন্তাবিদগণ অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে একজন অপরাধীর শাস্তি দানের পরিবর্তে গঠনমূলক সংশোধন অর্থাৎ শাস্তির পরিবর্তে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তার নিজ পরিবেশে সমাজে রেখেই চারিত্রিক সংশোধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উত্তম। বাংলাদেশে প্রবেশন সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে দ্যা প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স (সংশোধিত) জারী করা হয়।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- শিশু আইন ২০১৩ এবং দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।
- যে কোন বয়সের প্রথম অপরাধী ও কিশোর অপরাধীকে নিজের ভুল উপলব্ধি করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ প্রদান।
- সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা এবং পরামর্শের মাধ্যমে অপরাধের মূল কারণ নির্ণয় করে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে দাগী আসামী চিহ্নিত না করে সমাজে তাকে পুনর্বাসনের সুযোগ দান করা।
- অপরাধের কারণে লেখাপড়া, চাকুরীসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করা।
- অপরাধী ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের জন্য উপদেশ, পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সৃজনশীল ও কর্ম উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে জাতীয় উন্নয়নের শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা।

কার্যএলাকা: ১৯৬২ সালে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর ২২ টি জেলা ও বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল: হাইকোর্ট, জেলা ও দায়রা আদালত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, কারা কর্তৃপক্ষ আইনজীবী প্রত্যেক জেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারের সমন্বয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রবেশন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে যখন দোষী সাব্যস্থ হয় তখন বিচারক রায় স্থগিত রেখে কর্তব্যরত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করে একটি প্রাক-দন্ডাদেশ রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রবেশন অফিসার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরাধীর চরিত্র, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বয়স পরিবার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশোধনের যোগ্য বলে সম্মত হয় তা হলে তিনি প্রবেশনে সুপারিশ করে প্রাক-দন্ডাদেশ রিপোর্ট দাখিল করেন। বিচারক প্রতিবেদন যুক্তিযুক্ত মনে করলে প্রবেশন মঞ্জুর করেন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি: এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৫৭ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২,৫৩০ জনকে আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম:

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সেচ্ছাসেবী সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদফতর স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) মোতাবেক জুন/১৩ পর্যন্ত মোট ৬২,৪৫৭ টি স্বেচছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

- ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতর হতে ৭৯ টি সংস্থাকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে।
- নিবন্ধিত স্বেসচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা সমাজসেবা কার্যারয়ে উপপরিচালকদের মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় এ পর্যন্ত ১০,৮০৬ টি সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে ।
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বর্তমানে নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরো অধিক যাচাইওবাছাইয়ের জন্য ৭/২/১২ তারিখ হতে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ছাড়পত্র গ্রহণের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- গত ২৬/১১/১১ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে সংস্থার নিবন্ধন ফি ২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে এবং তা বৃদ্ধি করে ২৫,০০০ টাকা করার কাজ চলমান রয়েছে।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কর্মসূচি:

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১২-২০১৪ মেয়াদকালে **"হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন"** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হিজড়াদের প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- স্কুলগামী হিজড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সামাজিক সুরক্ষা;
- পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ;

কার্যএলাকা: পাইলট কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৭ টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া ও সিলেট জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে উক্ত ৭টি জেলাসহ ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বরাদ্দ ও অগ্রগতি: ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থে পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। যার মাধ্যমে ৫ বছরের উর্ধ্বে ৩০০ জন হিজড়াকে ৪ স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮ বছরের বছরের উর্ধ্বে ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে **"বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন"** শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার নিমিত্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- স্কুলগামী হিজড়া বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
- বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সামাজিক সুরক্ষা;
- পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ;

কার্যএলাকা: পাইলট কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৭ টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। উলে- খ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে উক্ত ৭টি জেলাসহ ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বরাদ্দ ও অগ্রগতি: ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থে পরিমাণ ছিল ৬৬ লক্ষ টাকা। যার মাধ্যমে ৫ বছরের উর্ধ্বে ৮৭৫ জন বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২১০০ জন বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচি:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজের অনগ্রসর এবং প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করেছে। বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত এবং শিকার মর্মে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র সমসুযোগ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫ এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত আইন রহিতকরে বর্তমানে যুগোপযোগী 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩' মহান জাতীয় সংসসে পাশ হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা দারিদ্রের অন্যতম কারণ আবার দারিদ্রের কারণেও কিছু ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হয়। ধারণা করা হয়, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। সাধারণত: জন্মগত প্রতিবন্ধিতা ছাড়াও অপুষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সীমিত সুযোগ, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংঘাত, দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিবন্ধিতা'র অন্যতম কারণ। প্রতিবন্ধিতা'র উল্লেখযোগ্য অংশ নিরাময়যোগ্য হলেও অশিক্ষা, দারিদ্র, সচেতনতার অভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব প্রতিবন্ধিতাকে প্রকট করে তুলে থাকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র অধিকার সুরক্ষা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র:২৮ প্রতিবন্ধীতা সনাক্তকরণ কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকরী প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থী

'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য :

- বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র পরিবার/ব্যক্তি'র সংখ্যা নির্ধারণ;
- দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ;
- সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সম্বলিত data base প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ;
- সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করা এবং লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা; এবং
- প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র কল্যাণ নিশ্চিত করা।

উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ওয়েবব্যজড্ ডায়নামিক সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি):

প্রটেকশন অব চিলড্রেন এট রিস্ক (পিকার) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক "Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB)" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) চিহ্নিত ২০টি জেলা যথাক্রমে নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং কক্সবাজার জেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। জানুয়ারি ২০১২ থেকে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যঃ ২০১৬ সালের মধ্যে নির্বাচিত ২০টি জেলার নারী, শিশু ও যুবসম্প্রদায় কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতিসমূহের দাবি এবং উন্নত সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও পাচার বিলোপে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য :

- দরিদ্র এবং নির্যাতিত পরিবারের নারী, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার উন্নয়নের মাধ্যমে নির্যাতন, সহিংসতা এবং শোষণে প্রকোপ কমিয়ে আনা;
- শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনী অবকাঠামো এবং বিশেষ নীতি থেকে সকল শিশু বিশেষকরে অতি বঞ্চিত শিশু (পথশিশু, চা-বাগানের শ্রমিকদের শিশু, বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত শিশু) উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধে ইতিবাচক ও সহায়ক সামাজিক আদর্শের অনুশীলন, উন্নয়ন ও দৃঢ়ীকরণ করা।

প্রকল্পের প্রধান কর্মসূচিসমূহ :

- এতিম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'আমাদের শিশু' মডেল অনুযায়ী United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) চিহ্নিত ২০টি জেলার এতিম, ঝুঁকিপূর্ণ, চা বাগানে কর্মরত শিশু এবং চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের শিশু চিহ্নিত করা। ডিসেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে ৬৭০০ শিশুকে 'আর্থিক সহায়তা' প্রদান করা হবে যাতে করে এ সকল শিশুর সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা ও পরিবারে পুন:একীকরণঃ এ প্রকল্পের আওতায় পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Drop In Center (DIC), Emergency Night Shelter (ENS), Child Friendly Space (CFS) এবং Open Air School (OAS) কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা, চট্রগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম বাস্তড়্বায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৪৫০ জন পথশিশুকে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হবে।

চিত্র: ২৯ ড্রপ-ইন-সেন্টারে পথ শিশুদের উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম

- Drop In Centre (DIC): ছয়টি ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে পথশিশুদের চিহ্নিতকরণ, নিরাপদ আশ্রয়, খাবার, স্বাস্থ্য, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিনোদন, মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান এবং পরিবার বা সমাজে পুনঃএকীকরণ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- Emergency Night Shelter (ENS): শহরের কর্মব্যস্ত পথশিশুদের রাত্রিকালিন নিরাপদ আশ্রয়, ব্যক্তিগত সম্পদের সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনটি বিভাগে পাঁচটি 'ইমারজেন্সী নাইট শেল্টার' স্থাপন করা হয়েছে। Referral I Networking এর মাধ্যমে বিদ্যমান সামাজিক সেবাসমূহে পথশিশুদের প্রবেশাধিকার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ENS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- Child Friendly Space (CFS) ঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে ২০ টি চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (সিএফএস) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। CFS -এর

মাধ্যমে পথশিশুসহ অসহায় শিশুদের বিনোদন, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি শিশুশ্রম প্রতিরোধে এবং মূলধারার শিক্ষায় পথশিশুসহ অসহায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে CFS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- Open Air School (OAS) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান এবং মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে পথশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি OAS পরিচালনা করা হচ্ছে।

- প্রতিষ্ঠানে 'বিকল্প পরিচর্যার' মান উন্নয়ন: এ প্রকল্পের মাধ্যমে নয়টি প্রতিষ্ঠানে Pilot কর্মসূচি পরিচালনা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছেঃ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-যশোর, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-টঙ্গী, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র-কোনাবাড়ি, শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র-টুংগীপাড়া, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) ভোলা, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) কক্সবাজার, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, চট্রগাম, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, সিলেট ও মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, বরিশাল। Pilot কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার জন্য উপযুক্ত শিশুদের নির্বাচন, Minimum Standard of Care অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের শিশুদের সেবার মান উন্নয়ন, প্রতিটি শিশুর জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ, শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপযুক্ত শিশুদের পরিবারে অথবা সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- সোস্যাল সেন্টার এবং চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮: বিপদাপন্ন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য পুরাতন ঢাকা'র আটটি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে সহযোগী সংগঠন কর্তৃক Child Helpline কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) কর্তৃক টোল ফ্রি নম্বর '১০৯৮' সংযোজন করা হয়েছে। টোল ফ্রি নম্বর '১০৯৮' এর মাধ্যমে টেলিফোনে বিনা খরচে তথ্য প্রদান, মনোসামাজিক সেবা এবং বিপদাপন্ন শিশুদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখাসহ Referral I Networking এর মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সোস্যাল সেন্টারের মাধ্যমে শিশু অধিকার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল করা বিশেষ করে শিশুশ্রম নিরসন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের প্রতি শারীরিক শাস্ড়ি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে Child Helpline কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং ৬০,০০০ শিশুকে এ কার্যক্রমের আওতায় সেবা প্রদান করা হবে।

- চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক : মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন এবং দুঃস্থ শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক' কমিটি গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে শিশুদের সাথে পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি দরিদ্র এবং নির্যাতিত পরিবারের নারী, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ২৫০ টি Community Based Child Protection Committee (CBCPC) গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এতিম,

দুঃস্থ ও অসহায় শিশু চিহ্নিতকরণ, বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা সেবাসমূহে তাঁদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং শিশু অধিকার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংবেদনশীলতা তৈরিতে CBCPC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- চাইল্ড প্রোটেকশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম : সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ভোলা, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), কক্সবাজার, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, সিলেট এবং সহযোগী সংস্থার একটি ড্রপ ইন সেন্টারে পরীক্ষামূলকভাবে কেস ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কেস ম্যানজমেন্ট ডাটাবেজের আওতায় আনা হবে। এতে করে শিশুদের সাথে পরিচালিত কার্যক্রমের আন্তঃসমন্বয় ও যথাযথ পরীবিক্ষণ করা সম্ভব হবে যা সামগ্রিক অর্থে শিশুর অধিকার উন্নয়নে ও সামাজিক সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা(জুন ২০১৩ পর্যন্ত):

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	উপকার ভোগীর সংখ্যা		
		ছেলে	মেয়ে	মোট
১	ড্রপ ইন সেন্টারে সার্বিক সুরক্ষা	১০৯৬	৬১৬	১৭২২
২	ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে দিবাকালীন সেবা	২৯৭১	১২৪৬	৪২১৭
৩	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	২১৫৪	১৭৬৯	৩৯২৩
৪	স্বাস্থ্য সেবা	১৪৩৬	৫৪১	১৯৭৭
৫	মনোসামাজিক সেবা	১৪২	১১৯	২৬১
৭	জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ	২৮৫০	২২১০	৫০৬০
৮	আইন সহায়তা সেবা	১৭	৬	২৩
৯	কারিগরী প্রশিক্ষণ	৩১	২৩	৫৪
১০	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১১২	৮৩	১৯৫
১১	জন্ম নিবন্ধন	১৪২৭	১১২২	২৫৪৯
১২	পরিবার/সমাজে একত্রীকরণ	৬৫	৪৭	১১২

সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি):

সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি)'র সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে প্রকল্পে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ডিসেম্বর/২০১১ থেকে জুন/২০১৩ মেয়াদে সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬০০ জন ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীদের মাঝে ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা হারে ৩ (তিন) কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১০ হাজার চা শ্রমিককে ৪(চার) কোটি টাকা, ১৫ হাজার লিল্লাহ বোর্ডি এর ছাত্রদের এককালীন ১০০০ টাকা করে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং ১৫০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের ১ হাজার টাকা করে ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (সংশোধিত) (স্কার):

সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের অধিকার সুরক্ষাকল্পে "সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (সংশোধিত) (স্কার)" শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করছে। শিশু আইন-২০১৩ অনুসারে শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করা এবং এতিম এবং পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত পথ শিশুদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) প্রকল্প দেশের ০৭টি বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট)এ অবস্থিত ০৭টি আইসিপিএস সেন্টারের মাধ্যমে সারা দেশের ঝুকিপূর্ণ শিশুদের সমাজভিত্তিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করে থাকে। সাধারণভাবে আইসিপিএস সেন্টার গুলো নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে:

- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সমস্যাবলী/সংকট নিরসনে কেন্দ্রগুলো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্র হিসাবে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে;
- যে ভৌগলিক এলাকায় কেন্দ্রটি অবস্থিত সেখানকার ইউনিয়ন সমাজকর্মী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে অথবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করা হয়;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদেরকে সাময়িকভাবে রাত কাটানোর জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া যে সব শিশুর দীর্ঘ মেয়াদে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাদেরকে নিকটস্থ শিশু পরিবার বা অন্য যে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়;
- জেলা স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার্থে কেইস এসেসমেন্ট করে প্রতিটি শিশুর জন্য শিশু যত্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়;
- কেন্দ্রে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা এবং বিশেষ সেবা যেমন; এইচআইভি/এইডস ও যৌন বাহিত রোগবালাই প্রতিরোধ এবং জটিল ব্যাধিসমুহের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে অন্যান্য সেবা কেন্দ্রের সহায়তায় সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের মানসিক, সামাজিক এবং ব্যাক্তিগত আবেগ নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করা হয়;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে জীবন যাপনের উপযোগী দক্ষতা প্রদান করা;
- হতাশা দূর করে তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করা এবং জীবন সম্পর্কে আশাবাদী করে গড়ে তোলা;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জীবনভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও আত্মকর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়;
- একবার বিপদমুক্ত হলে পরবর্তী সময়ে শিশুরা যেন পুনঃঝুঁকিতে না পড়ে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য নিয়মিত তদারকি করা হয়;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সহায়তা প্রদান করার জন্য আইসিপিএস সেন্টার হতে ২৪ ঘন্টা টেলিফোন হেল্পলাইন পরিচালনা করা এবং ইউনিয়ন সমাজকর্মী এবং অন্যান্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে স্কার প্রকল্পের আওতায় ০৭টি আইসিপিএস সেন্টার (০২টি ড্রপ-ইন সেন্টার) এর মাধ্যমে ৩০০ জন (ছেলে শিশু ১৫০ ও মেয়ে শিশু ১৫০) করে মোট ২১০০ জন শিশুকে সেবা

প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । এ পর্যন্ত ১৩১৩ জন শিশুকে সেন্টারে ভর্তি করা হয় এবং ৪৪২ জন শিশুকে তাদের পরিবারে পুন:একীকরন করা হয়। বর্তমানে ০৭টি আইসিপিএস সেন্টারে মোট ৮৭১ জন শিশু অবস্থান করছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান:

ভিক্ষাবৃত্তি একটি অভিশাপ। যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঘুণে ধরা অংশ। ভিক্ষাবৃত্তির এ অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ করে ২০১১ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর জরিপ কাজ পরিচালনা করে জরিপকৃতদের ডাটাবেইজ করা হয়। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জন ও জামালপুর জেলায় ২৯ জন ভিক্ষুককে রিকশা, ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি বিতরণের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে মহানগরীর বিমানবন্দর এলাকা, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসান, বেইলী রোড, কূটনৈতিক জোন ও দূতাবাস এলাকাসমূহকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ভিক্ষাবৃত্তি মুক্ত হিসেবে ঘোষিত এলাকাসমূহে অভিযান চালানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর এর কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারে কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেটি ক্ষমতা ২১ জুলাই ২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশি- ষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার এবং নিকট ভবিষ্যতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা সমাজ হতে দূরীভূত করা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী:

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী মূলতঃ একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অধিদফতর ও মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই একাডেমীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- ১৯৮৪ সালে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১০,৮২১ জন কর্মকর্তাকে একাডেমীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮,৪৯১ জন পুরুষ ও ২,৩৩০ জন মহিলা কর্মকর্তা রয়েছে।
- জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০৬ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে -(১) ওরিয়েন্টেশন কোর্স অফ ইন্টারনেট ইউজ-২টি।(২)পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স-২ টি।(৩) Project Implementation and Management Course -১ টি। (৪) ওরিয়েন্টেশন কোর্স

(নবনিযুক্ত সমাজসেবা কর্মকর্তাগণের)-১ টি। (৫) শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স- ১ টি। (৬) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (৩৬তম)-১টি

- এ একাডেমির মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩০৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ২৩০ জন পুরুষ এবং ৭৮ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।

চিত্র: ৩০ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভের বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের জন্য ফিল্ড ভিজিট এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ১০০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সম্পর্কিত সরকারি নির্দেশনা, কর্মচারি শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি ও নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুত্ব বিষয়সমূহের উপর সংশ্লিষ্ট সম্মানিত রিসোর্স পার্সন/প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ক্লাশসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ৬ বিভাগে ৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মূলতঃ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অধিদফতর ও মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩৯ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে - (১) প্রতিষ্ঠানের শিশু সুরক্ষা পদ্ধতি - ৩ টি। (২) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন- ১ টি (৩) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও ২ টি। (৪) Orientation Course of Internet Browsing and E-mail ৪ টি। (৫) ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স অন কম্পিউটার এপ্লিকেশন কোর্স- ৬ টি। (৬) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স- ১১ টি। (৭) শহর/পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স- ৫ টি। (৮) অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স - ২ টি। (৯) দফতর

ব্যবস্থাপনায় আর্থিক বিধি-বিধান কোর্স - ১ টি (১০) শিশুর মনো-সামাজিক সুরক্ষা কোর্স ও ১ টি (১১) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন কোর্স - ২ টি (১২) অফিস ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল নথি কোর্স - ১ টি।

- সমাজসেবা অধিদফতর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ৩৯ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোর্সে ৩১১ জন মহিলা কর্মচারি এবং ৫৮৬ জন পুরুষ কর্মচারী অংশগ্রহণ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদফরের প্রাতিষ্ঠান অধিশাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিশাখা। পরিচালক(প্রতিষ্ঠান) এর নিয়ন্ত্রণাধীন এ অধিশাখার মাধ্যমে এতিম অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক অবক্ষয়রোধ, শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক ও সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের তথ্য ও ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হলো শিশু-কিশোর কল্যাণ। সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, এতিম, দুস্থ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য শিশু অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার ও শিশু অধিকারের ভিত্তিতে শিশুদের উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিপালন করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। সমাজসেবা অধিদফতর দেশের এতিম, দুস্থ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ভবঘুরে ইত্যাদি সকলের সুষম বিকাশ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উপযুক্ত শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও ভরণপোষণের মাধ্যমে সকলকে সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে সমাজসেবা অধিদফতর বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সরকারি শিশু পরিবার:

পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮৫টি সরকারী শিশু পরিবার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৯৮ জনকে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৭ জনকে যৌতুকমুক্ত বিবাহ দেয়া হয়েছে, ২০ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি এবং ৪৭১ জনকে সামাজিক ও অন্যান্যভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম):

পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদানের জন্য সারাদেশে ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৬০০ জন শিশুকে লালন-পালন, নিরাপত্তা ও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি ছোটমণি নিবাস ছিল। গত ৪ বছরে বরিশাল, খুলনা ও সিলেটে নতুন ৩টি ছোটমনি নিবাস চালু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে সর্বমোট ৬৬ জন পরিত্যক্ত শিশু উপকৃত হয়েছে।

দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র :

নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নেহে পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। ঢাকার আজিমপুরে কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৫০ জন। ২০১২ও১৩ অর্থ বছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১৩ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :

৬-১৮ বছর বয়সের দুস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় ৩টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। প্রথমোক্ত ২টি ছেলেদের জন্য ও তৃতীয়টি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। এই ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা-৭৫০ (বালক-৪৫০+বালিকা-৩০০) জন। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ১৩৮ জন শিশুকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র :

পারিবারিক অশান্তি, কঠোর শাসন অথবা অত্যাধিক স্নেহ, পিতা-মাতার অবহেলা, সঙ্গদোষ, বিবাহ বিচ্ছেদ, গঠনমূলক বিনোদনের অভাব, আধুনিক শিক্ষার অভাব এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের সহজ লভ্যতার কারণে দেশে বিপুল সংখ্যক কিশোর অপরাধীতে পরিণত হয়। পিতামাতার অবাধ্যগত এ সকল সন্তানকে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সংশোধন করা হচেছ। ১৯৭৮ সালে প্রথমে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও পরবর্তীতে যশোর জেলার পুলেরহাটে ও কোণাবাড়ী, গাজীপুরে ২টি সহ মোট ৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কিশোরদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং বর্তমানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কিশোরীরা বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এ সকল কিশোরীদের সংশোধনের জন্য গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে একটি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০০ জন। নিবাসিদের শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কর্মকান্ড পরিচালিত হচেছ। পিতামাতার অবাধ্যগত কিশোরীদের সংশোধন করা হচেছ। প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি কিশোর আদালত রয়েছে

এবং এ আদালতে 'শিশু আইন ২০১৩' প্রয়োগ করে কিশোর/কিশোরীদের বিচার কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩টি কেন্দ্রে অভিভাবক কেসে মুক্তির সংখ্যা ৩৫ জন, পুলিশবাদী কেসে মুক্তিপ্রাপ্তির সংখ্যা ১,১৬৬ জন এবং প্রবেশনে দেয়া হয়েছে ৩২ জন কিশোর/কিশোরীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উপরোক্ত কেন্দ্রসমূহের একনজরের তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্রম	কর্মসূচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা	মোট পুনর্বাসন সংখ্যা	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	সরকারি শিশু পরিবার/শিশু সদন	৮৫ (ছেলে- ৪৩ টি, মেয়ে-৪১ টি এবং ১ টি মিশ্র)	১০,৩০০	৫৩,৩৬০ জন	৪৯৮ জন
২.	ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)	৬ বিভাগে ৬টি	৫২৫	১,০৭৫ জন	৬৬ জন
৩.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)	১টি	৫০	৮,২৬৩ জন	১৩ জন
৪.	দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩	৭৫০	৩,৮৮০ জন	১৩৮ জন
৫.	কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র	৩টি (১ টি মেয়েদের)	৫০০	১৭,৪৩৮ জন	১২৩৩ জন

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ

সমাজসেবা অধিদফতর সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কারণে পথভ্রষ্ট এবং অনৈতিক এবং অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত মেয়েদের অনাকাঙ্খিত পেশা হতে উদ্ধার করে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন, পিতৃ/মাতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের নিমিত্ত সরকারি শিশু পরিবার এবং মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম) কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও প্রবেশনে মুক্তিপ্রাপ্তদের জন্য রয়েছে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস।

সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র :

দেশের সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ৬ (ছয়) টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রগুলি মূলতঃ ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ বাতিল করে নতুনভাবে প্রণীত "ভবঘুরে ও

নিরাশ্রয় ব্যক্তি(পুনর্বাসন) আইন-২০১১ এর আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। এই আইনের আওতায় ভবঘুরেদেরকে আটকপূর্বক বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়ে থাকে। আটক অবস্থায় নিবাসীদের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অভিভাবকের নিকট ৩৪৯ জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১০ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :

পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৬ বিভাগে ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক নিবাসির জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, প্রভৃতি সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিবাসিদের কর্মসংস্থান ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১০০ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম) :

থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের পৃথকভাবে আবাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নির্মিত বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি হোমে ৫০ জন হেফাজতীদের নিরাপদে থাকার সুযোগ রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে আসন সংখ্যা মোট ৩০০টি। এ ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রটি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১২ও১৩ অর্থ বছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ৬৯৫ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহের একনজরের তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা	মোট পুনর্বাসন সংখ্যা	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা
১.	সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	৬	১,৯০০	৫১,০৬৭ জন	৩৫৯ জন
২.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬	৬০০	৮৬৬ জন	৩০০ জন
৩.	মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম)	৬ বিভাগে ৬টি	৩০০	৬,৬৩৮ জন	৬৯৫ জন

প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম :

সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, ১টি জাতীয় অন্ধ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৫টি অন্ধ বিদ্যালয়, ১টি মানসিক শিশুদের প্রতিষ্ঠান, ৭টি মুক বধির বিদ্যালয়, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন গ্রামীণ উপকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান :

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম জেলার রাউফাবাদে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :

১৯৬২ সালে বিভাগীয় শহরে ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের আওতায় অন্ধ বিদ্যালয় ও ৪টি মুক-বধির বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে ফরিদপুরে ১টি ও চাঁদপুরে ১টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ১৯৮১ সালে বরিশালে ১টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয় ও সিলেটে ১টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫১০ জন। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৭০ জন নিবাসিদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম:

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের চাক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের সাথে সমন্বিতভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ জেলা শহরে ৬৪টি সাধারণ স্কুলে সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২৫ জন ছাত্র/ছাত্রী এ কার্যক্রমের অধীনে এস.এস.সি পাশ করেছে এবং তারা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

বয়স্ক অন্ধদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০ জন। নিবাসিদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্বাসনে সহায়তা করা হচ্ছে।

চিত্র: ৩১ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রঃ

১৯৭৮ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা হারে পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫ জন। এ প্রতিষ্ঠানের বধিরদের বধিরতা পরীক্ষা করে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধির যন্ত্র দেয়া হয় এবং শ্রবণ যন্ত্র কানে সংযোজনের জন্য কানের মোল্ড তৈরী করা হয়।

এ সকল কার্যক্রমের এক নজরে তথ্যচিত্র

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা	মোট পুনর্বাসন সংখ্যা
১.	মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান	১ টি (চট্টগ্রামের রৌফাবাদে)	১০০	১০৯ জন
২.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়	৫	২৪০	২৫৩৭ জন
৩.	শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়	৭	২৭০	৫১৮৭ জন
৪.	সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪ জেলায় ৬৪ টি	৬৪০	১১৩২ জন
৫.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১টি	৮৫	৭১২ জন
৬.	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	২টি	১১৫টি	১৭৭৮ জন

মৈত্রী শিল্পঃ

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সংলগ্ন মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নতমানের প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরী ও বাজারজাত করা হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটার 'মুক্তা' বাজারজাত করা হচ্ছে। ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রদের ব্রেইল বই উৎপাদন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলা ফকিরহাট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পল্লী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানাঃ

বেসরকারি এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার দীর্ঘদিন যাবত অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান নীতিমালায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০(দশ) জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট দেয়ার সুযোগ বিদ্যমান। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩,৩১৯টি বেসরকারি এতিমখানায় ৫৫,০৫৬ জন নিবাসিকে ভরণপোষণের জন্য ৬৬ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হয়েছে।